# স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

২০২৩-২৪

# সূচিপত্র


| ক্রম | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১ | ভূমিকা | ৩-৪ |
| ২ | সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার | ৫ |
| ৩ | জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কার্যক্রমসমূহ | ৬-৭ |
| ৪ | গত ১৫ বছরে জ্বালানি খাতে উল্লেখযোগ্য অর্জন (২০০৯-২০২৩ | ৭-৮ |
| ৫ | Integrated Energy and Power Master Plan (IEPMP) এর (জ্বালানি সংশ্লিষ্ট অংশ) সারসংক্ষেপ | ৮-৯ |
| ৬ | খাত ভিত্তিক পরিকল্পনা | ১০-১৬ |
| ৭ | স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের স্বল্পমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা | ১৭ |
| ৮ | স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের মধ্যমমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা | ১৮ |
| ৯ | স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা | ১৯ |
| ১০ | স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অটমেশন কর্মপরিকল্পনা | ২০-২৫ |
| ১১ | উপসংহার | ২৫ |

**ভূমিকাঃ**

'স্মার্ট বাংলাদেশ' এর ধারণা ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে পরিবর্তন করে উন্নত বাংলাদেশে পরিণত করা। স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকনোমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি এ চারটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করে স্মার্ট বাংলাদেশ এর রূপরেখা প্রস্তুত করা হয়েছে। এই চারটি ভিত্তিগুলোর সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমেই স্মার্ট বাংলাদেশ থিওরিকে বাস্তবে রূপায়ণ করা সম্ভব। স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণে এ চারটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করে অগ্রসর হলে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরের কোনো অবশিষ্ট থাকবে না। স্মার্ট নাগরিক ও স্মার্ট সরকার এর মাধ্যমে সব সেবা এবং মাধ্যম ডিজিটালে রূপান্তরিত হবে। আর স্মার্ট সমাজ ও স্মার্ট অর্থনীতি প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করলে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠন এবং ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। কোন গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি সর্বাঙ্গীণ দীর্ঘমেয়াদী কর্মকৌশল গ্রহণ করার নামই হচ্ছে পরিকল্পনা। বিশেষত দীর্ঘদিনের অভ্যস্থ একটি প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তে নতুন ব্যবস্থা গ্রহণের মানসিকতা ও সদিচ্ছা একান্ত অপরিহার্য। অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাসহ সার্বিক কার্যক্রমকে গতিশীল তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারি নাগরিক সনদ অনুযায়ী গ্রাহকের দোরগোড়ায় সরকারের সেবা পৌঁছে দেয়া স্মার্ট বাংলাশে বিনির্মাণের লক্ষ্য। মানসিক প্রস্তুতি ও সদিচ্ছা বাস্তবে রূপদানের লক্ষ্যে প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কাজ অনেকদূর এগিয়েছে। আরও আধুনিকায়ন, গতিশীল ও বাস্তবমূখী করণের লক্ষ্যে সরকার চার (০৪) টি স্তম্ভকে ভিত্তি করে স্মার্ট বাংলাশে গড়ার অঙ্গীকার করেছে। স্মার্ট জ্বালানি পরিকল্পনা তারই অংশ। তথ্য-প্রযুক্তি বান্ধব বর্তমান সরকার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনপূর্ব "স্মার্ট বাংলাদেশ: উন্নয়ন দৃশ্যমান, বাড়বে কর্মসংস্থান" শ্লোগানসহ নির্বাচনী ইশতেহার-২০২৪ ঘোষণা করেছে। ইশতেহারের ৩.৩ (ছ) নং অনুচ্ছেদের পৃষ্ঠা ৫২, ৫৪, ও ৫৫ তে উল্লিখিত জ্বালানি খাতের উন্নয়ন, অগ্রগতি, ও অঙ্গীকারসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক কর্ম পরিকল্পনায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রম উল্লেখ রয়েছে। উক্ত নীতি/পরিকল্পনা/প্রকল্পে কার্যক্রমগুলো হলো: ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন, ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন প্রকল্পের প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদি উন্নয়ন, ইনস্টলেশন অফ ইআরএল ইউনিট-২, ফিড সার্ভিসেস ফর দি ইনস্টলেশন অফ ইআরএল ইউনিট-২, চট্টগ্রাম, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এন্ড কনস্যালটেন্সি সার্ভিসেস ফর দি ইনস্টলেশন অফ ইআরএল ইউনিট-২, ইনস্টলেশন অফ ইআরএল ইউনিট-২, ডিজাইন, সাপ্লাই, ইনস্টলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব কাস্টডি ট্রান্সফার ফ্লো মিটার উইথ সুপারবাইজরি কন্ট্রোল এ্যাট ইআরএল ট্যাংক ফার্ম, চট্টগ্রাম-ঢাকা তেল পাইপলাইন নির্মাণ, কাঞ্চনব্রীজ হতে কুর্মিটোলা এভিয়েশোন ডিপো (জেট এ ১) পাইপলাইন নির্মাণ, কুয়েত কর্তৃক পেট্রোক্যামিকেল কমপ্লেক্স স্থাপনের জন্য মহেশখালি এলাকায় ১০০০ একর জমি সংরক্ষণ ।

জ্বালানি খাতের অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে গৃহীত কর্মপরিকল্পনায় প্রতিটি পদক্ষেপ বাস্তবায়ন ও হালনাগাদকরণে এআই-ভিত্তিক প্রযুক্তির উপর সর্বচ্চ অগ্রাধীকারে রাখতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, আন্তরিকতা ও অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জ্বালানির প্রত্যাশা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কীভাবে জ্বালানির অনুসন্ধান, উত্তোলন এবং ব্যবহারকে আরও স্মার্ট করা যায়, কতটা নিরবচ্ছিন্ন, সাশ্রয়ী ও মানসম্মত গ্রাহকের নিকট নিরাপদে ও দ্রুততম সময়ে পৌঁছে দেয়া যায়। নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ দিতে ব্যর্থ হলে তার জন্য দায়বদ্ধ থাকতে হবে। সেবাকে সেই জায়গায় নিতে যেতে হবে।

তেল, গ্যাস ও কয়লা খনি অনুসন্ধান, উৎপাদন, উন্নয়ন, মূল্যায়ন এবং জ্বালানির রিজার্ভ বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাথমিক জ্বালানিসমূহের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে দেশের বিদ্যমান জ্বালানি চাহিদা সহজেই মেটানো সম্ভব। তাছাড়া জ্বালানি ঘাটতি নিরসনে প্রয়োজনে জ্বালানি আমদানি করা অত্যাবশ্যকীয়।

সাধারণভাবে সমাজের সকল স্তরের জন্য স্বল্প ব্যয় সম্পন্ন জ্বালানির সরবরাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে, প্রতিযোগিতামূলক ও টেকসই শিল্পায়ন এবং একটি দক্ষ বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার জন্য স্বল্প ব্যয় জ্বালানি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

## সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৪ কে সামনে রেখে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারের ৩.৩ (ছ) অনুচ্ছেদে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদের বিষয়ে অঙ্গীকারসমূহ নিম্নরূপঃ

| ক্রম | বিষয় |
|---|---|
| ১ | নতুন কূপ খননের ফলে গ্যাস উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সাফল্যে এই ধারাকে আরও বেগবান করা হবে। |
| ২ | দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে; গ্যাস ও এলপিজির সরবরাহ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হবে। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে আরও দক্ষ করা হবে। |
| ৩ | জাতীয় স্বার্থকে সমুন্নত রেখে কয়লানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এই নীতির ভিত্তিতে কয়লা ও খনিজসম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। |
| ৪ | বিদেশি তেল-গ্যাস উত্তোলনকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কূপ খনন ও উন্নয়নের চুক্তিতে দেশের স্বার্থ সমুন্নত রাখা হবে। |
| ৫ | প্রাকৃতিক গ্যাস মজুতের পরিমাণ নির্ধারণ, নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার, উত্তোলন এবং গ্যাসের যুক্তিসংগত ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। |
| ৬ | জ্বালানি খাতে প্রযুক্তি, অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক বিধি সম্পর্কে দেশের সক্ষমতা বিশ্বমানে উন্নীত করা হবে। |
| ৭ | ইস্টার্ন রিফাইনারির জ্বালানি তেল পরিশোধন ক্ষমতা ১৫ লাখ মেট্রিক টন থেকে ৪৫ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত করা হবে। |

## জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের মাথাপিছু প্রাথমিক জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি প্রক্ষেপণ

| FY | Primary Energy (mtoe) | Population (million) | kgoe |
|---|---|---|---|
| 2022-23 | 57.27 | 170.84 | 335.23 |
| 2029-30 | 74.4 | 181.34 | 410.28 |
| 2040-41 | 118.4 | 197.84 | 598.46 |
| 2049-50 | 168.9 | 211.34 | 799.19 |

**জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কার্যক্রমসমূহ**

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বিদেশি তেল কোম্পানি শেলঅয়েল হতে ৫ টি গ্যাস ক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৫ সালের ১৪ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের ESSO Eastern Inc.-কে সরকারি ভাবে গ্রহণ করে জ্বালানি তেলের মজুদ, সরবরাহ ও বিতরণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বর্তমান সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ (মধ্যম আয়ের দেশ) ও রূপকল্প-২০৪১ (উন্নতদেশের মর্যাদা) অর্জনে জ্বালানির চাহিদাপূরণ নিশ্চিত করতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ২০৩০-এর লক্ষ্যমাত্রা-৭ "সবার জন্য টেকসই জ্বালানি" নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ। আন্তর্জাতিক সালিশি আদালতের রায়ে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে মায়ানমার এবং ভারত হতে মোট ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটার সমুদ্র এলাকায় বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিশাল সমুদ্র অঞ্চলের অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে অস্থায়ী ব্লু ইকোনমি সেল গঠনের প্রস্তাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সানুগ্রহ অনুমোদন করেন।

এ বিভাগের আওতাধীন ০৮ (আট) টি দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে জ্বালানি সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে

| ক্রম | কার্যক্রম |
|---|---|
| ১ | গ্যাস উৎপাদন, পরিবহন, ও সঞ্চালন, তেল আমদানি ও বিতরণ, খনিজ পদার্থ উত্তোলন এবং খনিজ অনুসন্ধান কার্যক্রম। |
| ২ | গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহের বিভিন্নমুখী উদ্যোগের ফলে বর্তমানে দৈনিক গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ দাড়িয়েছে প্রায় ৩০০০ এমএমসিএফডি। ফলে বিদ্যুৎ, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সার, শিল্প, গৃহস্থালি, সিএনজি, ব্যবসা-বাণিজ্যে বর্ধিত হারে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। |
| ৩ | গ্যাস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ২০০৯-২০২৩ পর্যন্ত সময়ে ১৩২ টি কূপ খনন করা হয়েছে তন্মধ্যে সুন্দলপুর, শ্রীকাইল, রূপগঞ্জ, ভোলা নর্থ, জকিগঞ্জ ও ইলিশা নামে মোট ০৬ (ছয়) টি নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়েছে। |
| ৪ | অনশোরে দেশীয় কোম্পানি বাপেক্স, বিজিএফসিএল ও এসজিএফএল এর অধীনে ২০২৫ সালের মধ্যে ৪৬টি কূপ (অনুসন্ধান, উন্নয়ন/মূল্যায়ন, কূপের ওয়ার্কওভার) খননের মাধ্যমে দৈনিক প্রায় ৬১৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ১৬টি কূপ খনন কাজ চলমান রয়েছে। |
| ৫ | বাপেক্স-এর কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক ৪টি রিগ ক্রয় ও ১টি রিগ পুনর্বাসন করাসহ অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে। গ্যাস সঞ্চালন কার্যক্রমের মধ্যে ২০২৩ সাল হতে গত ১৫ বছরে ১৫২৩ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন, ৬টি ওয়েলহেড গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন, ৭৮০ কিঃমিঃ গ্যাসসঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ, ৪ (চার) লক্ষ গ্যাস প্রিপেইড মিটার স্থাপন, ব্যাপকভিত্তিতে 2D/3D সাইসমিক জরিপ সম্পাদন, মহেশখালির মাতারবাড়িতে ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন করা হয়েছে। |
| ৬ | এলএনজি যুগের সূচনায় মহেশখালিতে দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (FSRU) স্থাপন করা হয়েছে। |
| ৭ | সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে অগভীর সমুদ্রের SS-04 এবং SS-09 নামক দুইটি ব্লকে ২টি আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানির অনুসন্ধান চলমান। |

| | |
|---|---|
| ৮ | কয়লা উত্তোলন ও ব্যবহারে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি হতে লংওয়াল টপ কোল কেভিং (এলটিসিসি) পদ্ধতিতে দৈনিক ৩,০০০-৩,৫০০ মেট্রিক টন উন্নত মানের বিটুমিনাস কয়লা উত্তোলন করে বড়পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সরবরাহ করা হয়। - মধ্যপাড়া কঠিনশিলার উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রানাইট স্লাবের ব্যবহারে ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে। |
| ৯ | জ্বালানি তরল সরবরাহ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তেলের মজুদ ক্ষমতা ৯ লক্ষ মেট্রিক টন হতে ১৩.০৯ লক্ষ মেট্রিক টনে অর্থাৎ ৪.০৯ লক্ষ মেট্রিক টন বৃদ্ধি করা হয়েছে। যা দেশের প্রায় ৪০-৪৫ দিনের জ্বালানি চাহিদা পূরণে সক্ষম। তাছাড়া, ৩,০৪,৮০০ মেট্রিক টন জ্বালানি তেল মজুদ সক্ষমতা বৃদ্ধির চলমান কাজ সম্পন্ন হলে মজুদের সক্ষমতা প্রায় ৪৫-৫০ দিনে উন্নীত হবে। |
| ১০ | জ্বালানি তেল পাইপলাইনের মাধ্যমে পরিবহনের জন্য মোট ৬২৪ কিলোমিটার পাইপলাইনের মধ্যে ৫৭০ কিলোমিটার স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। আমদানিতব্য অপরিশোধিত ও পরিশোধিত তেল গভীর সমুদ্র হতে স্বল্প সময়ে, ব্যয় সাশ্রয়ী, ও নিরাপদে খালাসের জন্য "ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন" বাস্তবায়ন হয়েছে। চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা পর্যন্ত ২৪৯.৫৭ কি:মি: তেল পাইপলাইন নির্মাণের কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। |

**গত ১৫ বছরে জ্বালানি খাতে উল্লেখযোগ্য অর্জন (২০০৯-২০২৩)**

| বিবরণ | ২০০৯ | জুন ২০২৩ | বৃদ্ধি |
|---|---|---|---|
| দৈনিক প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ | ১৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট | ৩০০০ মিলিয়ন ঘনফুট | ১২৫৬ মিলিয়ন ঘনফুট |
| এলএনজি আমদানির সক্ষমতা | ০ | ১০০০ এমএমসিএফডি | ১০০০ এমএমসিএফডি |
| গ্যাস ক্ষেত্র | ২৩ টি | ২৯টি | ৬টি |
| গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ | ২১০২ কিঃমিঃ | ৩৬২৫ কিঃমিঃ | ১৫২৩ কিঃমিঃ |
| খনন রিগ সংগ্রহ | --- | ৪টি ক্রয় ও ১ টি পুনর্বাসন | ৫ টি |
| তেল-গ্যাস অনুসন্ধান দ্বিমাত্রিক জরিপ | ২,৬৮০ লাইন কিঃমিঃ | ৩২,৮৯০ লাইন কিঃমিঃ | ৩০,২১০ লাইন কিঃমিঃ |
| তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ত্রিমাত্রিক জরিপ | ৭৬৬ বর্গ কিঃমিঃ | ৬,৯১২ বর্গ কিঃমিঃ | ৬,১৪৬ বর্গ কিঃমিঃ |
| ভূতাত্ত্বিক জরিপ | ৫৫৭ লাইন কিঃমিঃ | ১৯,৮৬৮ লাইন কিঃমিঃ | ১৯,৩১১ লাইন কিঃমিঃ |
| জ্বালানি তেল পাইপলাইন (সম্পূর্ণ নতুন) | --- | ৬২৪ কিঃমিঃ | ৬২৪ কিঃমিঃ |
| সরকারি ভাবে পেট্রোলিয়াম পণ্য সরবরাহ | ৩৩.২৬ লক্ষ মেঃ টন | ৭৩.৪২ লক্ষ মেঃ টন | ৪০.১৬ লক্ষ মেঃ টন |
| জ্বালানি তেল মজুদ ক্ষমতা | ৩০ দিন (৯ লক্ষ মেঃটন) | ৪০-৪৫ দিন (১৩.০৯ লক্ষ মেঃ টন) | ১০-১৫ দিন (৪.০৯ লক্ষ মেঃ টন) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| এলপিজি সরবরাহ | ৪৫ হাজার মেঃ টন | ১৪.২৮ লক্ষ মেঃ টন | ৩১ গুণ |

## Integrated Energy and Power Master Plan (IEPMP) এর (জ্বালানি সংশ্লিষ্ট অংশ) সারসংক্ষেপ

- ✧ IEPMP হচ্ছে 2050 সাল পর্যন্ত একটি দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানি পরিকল্পনা, যার মূল স্তম্ভ হিসাবে "S+3E" বা সুরক্ষা (Safety), জ্বালানি নিরাপত্তা (Energy Security), অর্থনৈতিক দক্ষতা (Economic Efficiency) এবং পরিবেশ (Environment) কে বিবেচনা করা হয়েছে;
- ✧ এতে ১৯৯০ সাল হতে ২০২০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন খাতভিত্তিক (আবাসিক, বানিজ্যিক, শিল্প, পরিবহন, কৃষি ইত্যাদি) জ্বালানির চাহিদা চিত্র দেখানো হয়েছে;
- ✧ ১৯৯০ সাল হতে ২০২০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন জ্বালানির (প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল, কয়লা, এলএনজি, বায়োমাস ইত্যাদি) সরবরাহ চিত্র দেখানো হয়েছে;
- ✧ জ্বালানি চাহিদার প্রক্ষেপণের জন্য জিডিপি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জ্বালানি মূল্য ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে একটি ইকোনোমেট্রিক মডেল ডেভেলপ করা হয়েছে;
- ✧ উক্ত মডেল অনুযায়ী জিডিপি অনুযায়ী জ্বালানি চাহিদা প্রক্ষেপণের জন্য ৩টি কেস ডেভেলপ করা হয়েছেঃ

  - ✓ (ক) PP2041 Case: প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর উপর ভিত্তি করে
  - ✓ (খ) IMF Extension Case: IMF World Economic Outlook এর উপর ভিত্তি করে
  - ✓ (গ) In-between Case: উপরোক্ত ২টি কেস এর মধ্যবর্তী ১টি প্রক্ষেপণ কেস

- ✧ IEPMP তে জ্বালানি চাহিদা প্রক্ষেপণের লক্ষ্যে প্রযুক্তিভিত্তিক ৩টি দৃশ্যকল্প (সিনারিও) ডেভেলপ করা হয়েছেঃ

  - ✓ Reference Scenario (REF): পূর্বের প্রবণতা অনুযায়ী দৃশ্যকল্প
  - ✓ Advanced Technology Scenario (ATS): পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করার পাশাপাশি শক্তি সংরক্ষণের ব্যবস্থা প্রবর্তন, সাশ্রয়ী এবং বাস্তবসম্মত পরিচ্ছন্ন জ্বালানির বিকল্পগুলি গ্রহণ করার সাথে সাথে GHG-এর নির্গমন যথাসম্ভব কম রাখার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করার দৃশ্যকল্প
  - ✓ Net-zero Scenario (NZS): ২০৫০ সালের কার্বন নির্গমন শূণ্য তে নামিয়ে আনার দৃশ্যকল্প। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটির টার্গেট বছর ২০৭০ বা তারও পর হবে।

- ✧ IEPMP তে জ্বালানি চাহিদা/সরবরাহের প্রক্ষেপণের লক্ষ্যে PP2041 কেস এবং ইন-বিটুইন কেস এর সাথে অ্যাডভান্সড টেকনোলজি সিনারিও (ATS) ব্যবহার করা হয়;

- ✧ PP2041 কেস এবং ইন-বিটুইন কেস এর সাথে অ্যাডভান্সড টেকনোলজি সিনারিও (ATS) ব্যবহার করে-
  - ✓ ২০০০ সাল হতে ২০৫০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন খাতভিত্তিক (আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প, পরিবহন, কৃষি ইত্যাদি) জ্বালানির চাহিদার প্রক্ষেপণ দেখানো হয়েছে;
  - ✓ ২০০০ সাল হতে ২০৫০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন জ্বালানির (প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল, কয়লা, এলএনজি, বায়োমাস ইত্যাদি) সরবরাহের প্রক্ষেপণ দেখানো হয়েছে;
  - ✓ ২০০০ সাল হতে ২০৫০ সাল পর্যন্ত ইলেক্ট্রিসিটি তে বিভিন্ন জ্বালানির (প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল, কয়লা, বায়োমাস ইত্যাদি) সরবরাহের প্রক্ষেপণ দেখানো হয়েছে;
  - ✓ ২০০০ সাল হতে ২০৫০ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক জ্বালানির (প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল, কয়লা, বায়োমাস ইত্যাদি) সরবরাহের প্রক্ষেপণ দেখানো হয়েছে;
  - ✓ ২০০০ সাল হতে ২০৫০ সাল পর্যন্ত প্রাকৃতিক গ্যাসের বিভিন্ন খাতভিত্তিক (আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প, পরিবহন,

কৃষি ইত্যাদি) চাহিদার প্রক্ষেপণ দেখানো হয়েছে;

- ✓ ২০০০ সাল হতে ২০৫০ সাল পর্যন্ত এলএনজি আমদানির প্রক্ষেপণ দেখানো হয়েছে;
- ✓ ২০০০ সাল হতে ২০৫০ সাল পর্যন্ত জ্বালানি তেল এর বিভিন্ন খাতভিত্তিক (আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প, পরিবহন, কৃষি ইত্যাদি) চাহিদার প্রক্ষেপণ দেখানো হয়েছে;
- ✓ ২০০০ সাল হতে ২০৫০ সাল পর্যন্ত কয়লার বিভিন্ন খাতভিত্তিক (আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প, পরিবহন, কৃষি ইত্যাদি) চাহিদার প্রক্ষেপণ দেখানো হয়েছে;
- ✓ ২০০০ সাল হতে ২০৫০ সাল পর্যন্ত অন্যান্য জ্বালানি উৎসের (হাইড্রোজেন, অ্যামোনিয়া, Gas CCS, হাইড্রো, নিউক্লিয়ার ইত্যাদি) চাহিদার প্রক্ষেপণ দেখানো হয়েছে;
- ✓ ২০০০ সাল হতে ২০৫০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন জ্বালানিভিত্তিক (প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল, কয়লা) কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমনের প্রক্ষেপণ দেখানো হয়েছে;

- ✧ পরিবেশ এর কৌশলগত মূল্যায়ন করা হয়েছে;
- ✧ এনার্জি ডাটা ম্যানেজমেন্ট এর জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে;
- ✧ আন্তর্জাতিক বাজারে এলএনজি ক্রয় সংক্রান্ত আলোচনায় দক্ষতার পাশাপাশি আইনি কাঠামোকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে পর্যালোচনা করা হয়েছে;
- ✧ জ্বালানি সংকট হতে উত্তরণের জন্য Way forward দেয়া হয়েছে।

**খাত ভিত্তিক পরিকল্পনা**

ভবিষ্যতে দেশের জ্বালানি সংকট নিরসন এবং কোম্পানির উন্নয়ন কর্মকান্ড ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে নিম্নবর্ণিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে:

| ক্রম | কার্যক্রম | প্রকল্প | সময়কাল |
|---|---|---|---|
| ১ | **বিজিএফসিএল:** | | |
| ২ | কূপ ওয়ার্কওভার | তিতাস, হরিপুর, বাখরাবাদ ও মেঘনা | ২০২৩-২৫ |
| ৩ | সাইসমিক জরিপ ৩ডি | হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা | ২০২৩-২৭ |
| ৪ | মূল্যায়ন-উন্নয়ন কূপ খনন ৪টি ফিল্ড | তিতাস, কামতা | ২০২৩-২৬ |
| ৫ | অনুসন্ধান কূপ খনন ২টি ফিল্ড | তিতাস, বাখরাবাদ | ২০২৩-২৫ |
| ৬ | **এজিএফএল** | | |
| ৭ | অনুসন্ধান কূপ খনন ৩টি ফিল্ড | রশিদপুর-১১, ১৩, ১ | ২০২৪ |
| ৮ | কূপ ওয়ার্কওভার | রশিদপুর- ৩, ৭<br>বিয়ানীবাজার-২ | |
| ৯ | উন্নয়ন কূপ খনন | সিলেট- ১১, কৈলাশটিলা- ১০, ১১ | ২০২৫-২০৩০ |
| ১০ | মূল্যায়ন ও উন্নয়ন কূপ খনন | বিয়ানীবাজার- ৩, ৪ | |
| ১১ | অনুসন্ধান কূপ খনন | বাতচিয়া- ১, কৈলাশটিলা- ৯<br>হারারগঞ্জ, জকিগঞ্জ, সিলেট সাউথ, রশিদপুর- ১৪ | |
| ১২ | কূপ ওয়ার্কওভার | কৈলাশটিলা- ৪, ৬, ৭ সিলেট- ৯,<br>রশিদপুর- ৪, ৮ | |
| ১৩ | উন্নয়ন কূপ খনন | হারারগঞ্জ (২টি), ডুপিটিলা (২টি), বাতচিয়া (২টি), জকিগঞ্জ/আটগ্রাম (২টি), সিলেট সাউথ (২টি) | ২০৩১-৪১ |
| ১৪ | অনুসন্ধান কূপ খনন | সিলেট- ১২ | |
| ১৫ | কূপ ওয়ার্কওভার | ব্লক- ১৩, ১৪ এর আওতায় ৩টি কূপ | |

**কর্মপরিকল্পনাঃ** বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিঃ (বাপেক্স)

| ক্র. নং | প্রস্তাবিত কর্মসূচির ধরণ | ২০২১-২০২৫ | | ২০২৬-২০৩০ | | মোট (২০৩১-২০৪১) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | প্রকল্প/ কূপ সংখ্যা | মূল কাজ | প্রকল্প/ কূপ সংখ্যা | মূল কাজ | প্রকল্প/ কূপ সংখ্যা | মূল কাজ |
| ১ | তেল-গ্যাস অনুসন্ধান | | | | | | |
| | (ক) ভূতাত্ত্বিক জরিপ | ০২ | ১৫৯০ লা.কি.মি. | - | - | ০২ | ১৫৯০ লা.কি.মি. |
| | (খ) দ্বিমাত্রিক জরিপ | ০৩ | ১০৭২০ লা.কি.মি. | ০৩ | ১০০০০ লা.কি.মি. | ০৬ | ২০৭২০ লা.কি.মি. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (গ) ত্রিমাত্রিক জরিপ | ০৪ | ৪৩৮০ বর্গ কি.মি. | ০১ | ২৫০০ বর্গ কি.মি. | ০৫ | ৬৮৮০ বর্গ কি.মি. |
| ২ | অনুসন্ধান কূপ | ০৬ | ২০ টি কূপ | ০৫ | ২০ টি কূপ | ১১ | ৪০ টি কূপ |
| ৩ | উন্নয়ন কূপ | ০৫ | ১১ টি কূপ | ০২ | ১০ টি কূপ | ০৭ | ২১ টি কূপ |
| ৪ | ওয়ার্কওভার | ০৩ | ১০ টি কূপ | - | চুড়ান্ত নয় | ০৩ | ১০ টি কূপ |
| ৫ | প্রসেস প্লান্ট স্থাপন | ০২ | ২ টি প্রসেস প্লান্ট | - | চুড়ান্ত নয় | ০২ | ২ টি প্রসেস প্লান্ট |
| ৬ | ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন | ০১ | ৩ টি কম্প্রেসর | - | চুড়ান্ত নয় | ০১ | ৩ টি কম্প্রেসর |
| ৭ | রিগ ক্রয়/ পুনর্বাসন/ আপগ্রেডশন | ০৪ | রিগ আপগ্রেডশন ও পুনর্বাসন | ১ | রিগ ক্রয় | ০৫ | রিগ ক্রয়/ পুনর্বাসন/ আপগ্রেডশন |
| ৮ | অন্যান্য কার্যক্রম: | | | | | | |
| | ক) Hill Tract JVA কার্যক্রম (এলাকা: চট্টগ্রাম, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি) | ০১ | অনুসন্ধান ও আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে তেল/গ্যাস উৎপাদন শুরু করার লক্ষ্যে EOI আহ্বানের মাধ্যমে Joint venture partner সিলেকশন করা। | - | - | ১ | অনুসন্ধান ও আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে তেল/গ্যাস উৎপাদন শুরু করার লক্ষ্যে EOI আহ্বানের মাধ্যমে Joint venture partner সিলেকশন করা। |
| | খ) শুষ্ক, পরিত্যক্ত ও স্থগিতকূপ এলাকায় অনুসন্ধান ও উৎপাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই (এলাকা: চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা) | ১ | অনুসন্ধান ও উৎপাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই। | - | - | ১ | অনুসন্ধান ও উৎপাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই। |
| | গ) ৮ ও ১১ নং ব্লকে MoU সম্পাদন (এলাকা: জামালপুর, কিশোরগঞ্জ এবং নেত্রকোনা) | ১ | সম্ভাব্য প্রস্পেক্ট চিহ্নিতকরণ এবং অনুসন্ধান কার্যক্রমের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন। | - | - | ১ | সম্ভাব্য প্রস্পেক্ট চিহ্নিতকরণ এবং অনুসন্ধান কার্যক্রমের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন। |

**কর্মপরিকল্পনাঃ** কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (কেজিডিসিএল)

| ক্রম | কার্যক্রম | ২০২৫ | ২০৩১ |
|---|---|---|---|
| ১ | কেজিডিসিএল-এর অধিভুক্ত এলাকার ৪,৩৫,০০০ টি আবাসিক সংযোগে প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন। | | |
| ২ | বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগরের ২এ, ২বি ও পারিপার্শ্বিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনোমিক জোনে ৩৫০ পিএসআইজি চাপবিশিষ্টি ২৪ ইঞ্চি ব্যাসের ৬ কিলোমিটার ও ১৬ ইঞ্চি ব্যাসের ৬ কিলোমিটার পাইপলাইন, ১৫০ পিএসআইজি চাপবিশিষ্টি ১০ ইঞ্চি ব্যাসের ১৩ কিলোমিটার, ১৫০ পিএসআইজি চাপবশিষ্টি ৮ ইঞ্চি ব্যাসের ৭ কিলোমিটার পাইপলাইন, ৪টি ভাল্ভ স্টেশন ও প্রতিটি ৫০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতার ২টি ডিআরএস এবং আনুষঙ্গিক পূর্ত কার্যাদিসহ ডিপোজিটরি ওয়ার্ক হিসেবে গ্যাস নেটওয়ার্ক স্থাপন | | |
| ৩ | বেজার আওতাধীন মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল-৩, এসপিএল পেট্রো কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লিমিটেড এ গ্যাস সরবরাহের জন্য ৩৫০ পিএসআইজি চাপবিশিষ্ট ২৪ ইঞ্চি ব্যাসের ০.৫ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ এবং প্রকল্পের অভ্যন্তরে ১৫০ এমএমএসসিএফ ডিআরএমএস স্থাপন কাজ | | |

**কর্মপরিকল্পনা:** পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (পিজিসিএল)

| ক্রম | কার্যক্রম | ২০২৫ | ২০৩১ |
|---|---|---|---|
| ১ | Installation of Prepaid Gas Meters, SCADA & GIS | ২০২৪-২৭ | |
| ২ | বিসিক কর্তৃক প্রস্তাবিত লেদার এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, রাজশাহী প্রকল্প এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ। | | |
| ৩ | বিসিক কর্তৃক প্রস্তাবিত বগুড়া শিল্প পার্ক শীর্ষক প্রকল্প এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণ। | | |
| ৪ | বিসিক কর্তৃক প্রস্তাবিত রাজশাহী শিল্প পার্ক শীর্ষক প্রকল্প এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণ। | | |
| ৫ | উত্তরা রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা, সৈয়দপুর বিসিক শিল্পনগরী ও রংপুর বিসিক শিল্পনগরীতে গ্রাহক অর্থায়নে ০৩ টি ডিআরএস ও অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন নেটওয়ার্ক নির্মাণকরণ। | | |
| ৬ | সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি ও চৌহালী উপজেলায় গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নেটওয়ার্ক নির্মাণ | ২০২৩-২৫ | |
| ৭ | নাটোর অর্থনৈতিক অঞ্চল (সরকারী) এলাকায় গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মান প্রকল্প। | ২০২৩-২৫ | |
| ৮ | নাটোর শহর গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প | ২০২৩-২৭ | |
| ৯ | বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প | ২০২৮-৩০ | |
| ১০ | গাইবান্ধা শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প | ২০৩১-৩৩ | |
| ১১ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ  শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প | ২০৩৪-৩৬ | |
| ১২ | কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প | ২০৩৭-৩৯ | |
| ১৩ | দিনাজপুর শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প | ২০৩৯-৪১ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **১৪** | ঠাকুরগাঁ, পঞ্চগড় শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প | **২০৩৪-৩৬** | |
| **১৫** | উত্তর বঙ্গে ইউরিয়া সারখানায় গ্যাস সরবরাহের পাইপলাইন নির্মাণ। | | |

**কর্মপরিকল্পনা:** বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড

| ক্রম | কার্যক্রম | ২০২৫ | ২৩০১ |
|---|---|---|---|
| ১ | আবাসিক গ্রাহকের আঙিনায় ৪,৮৮,০০০ টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন প্রকল্প | | |
| ২ | কবিরহাট এবং বসুরহাট পৌরসভায় গ্যাস সংযোগ প্রদান প্রকল্প | | |
| ৩ | কালিয়াপাড়া হতে কচুয়া ৮" ব্যাস ১০ বার চাপের ২০ কিঃমিঃ পাইপলাইন নির্মাণ ও একটি ডিআরএস নির্মাণ প্রকল্প | | |
| ৪ | লক্ষীপুর ও নোয়াখালী শহরে গ্যাসের চাপ বৃদ্ধি ও বিসিক শিল্প নগরীতে গ্যাস সরবরাহের জন্য গ্যাস পাইপলাইন ও ডিআরএস নির্মাণ কাজ | | |
| ৫ | কুমিল্লা মহানগর, ইপিজেড ও আশপাশের এলাকায় নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহের জন্য রিং মেইন পাইপলাইন নির্মাণ | | |
| ৬ | কুটুম্বপুর হতে নন্দনপুর পর্যন্ত ২০" ব্যাস বিশিষ্ট ২৪ বার চাপের ৩৬ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প | | |
| ৭ | নাঙলকোট হতে চৌমুহনী, বেগমগঞ্জ পর্যন্ত ১২" ব্যাস বিশিষ্ট ২৪ বার চাপের ৫০ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প | | |
| ৮ | বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ড হতে দেবীদ্বার পর্যন্ত ৮" ব্যাস বিশিষ্ট ১০ বার চাপের ২০ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প | | |
| ৯ | গৌরীপুর হতে হোমনা বাঞ্ছারামপুর পর্যন্ত ৮" ব্যাস বিশিষ্ট ১০ বার চাপের ৩০ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প | | |
| ১০ | ফেণী হতে চৌদ্দগ্রাম পর্যন্ত ৮" ব্যাস বিশিষ্ট ১০ বার চাপের ৪০ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প | | |
| ১১ | বিজরা, লাকসাম হতে নন্দনপুর পর্যন্ত ১২" ব্যাস বিশিষ্ট ২৪ বার চাপের ২৬ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প | | |
| ১২ | ফেণী শহর ও পাশ্ববর্তী এলাকায় গ্যাস লাইন সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন ব্যাসের (১০, ৮, ৬, ৪, ২ ইঞ্চি) ৩০ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প | | |
| ১৩ | চাঁদপুর শহর ও পাশ্ববর্তী এলাকায় গ্যাস লাইন সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন ব্যাসের (১০, ৮, ৬, ৪, ২ ইঞ্চি) ৩০ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প | | |
| ১৪ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর ও পাশ্ববর্তী এলাকা এবং আশুগঞ্জ এলাকায় গ্যাস লাইন সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন ব্যাসের (১০, ৮, ৬, ৪, ২ ইঞ্চি) ২০ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প | | |
| ১৫ | লক্ষীপুর শহর ও পাশ্ববর্তী এলাকায় গ্যাস লাইন সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন ব্যাসের (৮, ৬, ৪, ২ ইঞ্চি) পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৬ | নোয়াখালী শহর ও পাশ্ববর্তী এলাকায় গ্যাস লাইন সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন ব্যাসের (১০, ৮, ৬, ৪, ২ ইঞ্চি) ৩০ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প | | |
| ১৭ | লালমাই হতে বরুড়া পর্যন্ত ৬" ব্যাস ৪ বার চাপের ২০ কিঃমিঃ পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প | | |
| ১৮ | মিয়ার বাজার হতে চৌদ্দগ্রাম পর্যন্ত ৬" ব্যাস ১০ বার চাপের ১৫ কিঃমিঃ পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প | | |
| ১৯ | ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয় পূর্বক বিজিডিসিএল এর আওতাধীন আশুগঞ্জ, কচুয়া, বাঞ্ছারামপুর, বসুরহাট, দেবীদ্বার অফিস স্থাপন | | |

**কর্মপরিকল্পনাঃ** জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড

| ক্রম | কার্যক্রম | ২০২৫ | ২০৩১ |
|---|---|---|---|
| ১ | জকিগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্র হতে কৈলাশটিলা, গোলাপগঞ্জ পর্যন্ত ৪০ কি.মি. গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন প্রকল্প | | |
| ২ | জেজিটিডিএসএল অধিভুক্ত এলাকায় ১,৫০,০০০ প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়) | | |
| ৩ | হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলার শাহজীবাজার হতে শ্রীমঙ্গল পর্যন্ত ১২"Ü× ৫৭ কি.মি.× ৫০০ পিএসআইজি গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্প | | |
| ৪ | জেজিটিডিএসএল-এর আওতাধীন সিলেট শহর রিং মেইন বিতরণ লাইন এবং ব্যালেন্সিং গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প | | |

**কর্মপরিকল্পনাঃ** সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড

| ক্রম | কার্যক্রম | ২০২৫ | ২০৩১ |
|---|---|---|---|
| ১ | খুলনা জেলায় শিল্প খাতে গ্যাস সরবরাহঃ | | |
| ২ | যশোর জেলায় শিল্প খাতে গ্যাস সরবরাহঃ | | |
| ৩ | ঝিনাইদহ জেলায় শিল্পখাতে গ্যাস সরবরাহঃ | | |
| ৪ | গোপালগঞ্জ জেলায় বিদ্যুৎ ও শিল্প খাতে গ্যাস সরবরাহঃ | | |
| ৫ | শরিয়ত পুর ও মাদারিপুর জেলায় শিল্প খাতে গ্যাস সরবরাহঃ | | |
| ৬ | বাগেরহাট জেলায় শিল্প খাতে গ্যাস সরবরাহঃ | | |
| ৭ | বরিশাল ও ফরিদপুর জেলায় বিদ্যুৎ ও শিল্প খাতে গ্যাস সরবরাহঃ | | |

**কর্মপরিকল্পনাঃ** রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (আরপিজিসিএল)

| ক্রম | কার্যক্রম | ২০২৫ | ২০৩১ |
|---|---|---|---|
| ১ | মাতারবাড়িতে BOOT ভিত্তিতে ১০০০ এমএমসিএফডি রি-গ্যাস ক্ষমতাসম্পন্ন ''বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিব ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল'' নির্মাণ | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | সম্পন্ন হওয়ার পর চাহিদার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে উক্ত টার্মিনাল Expansion করার | | |
| ২ | প্রধান কার্যালয়, নিকুঞ্জ-২, ঢাকা এবং দনিয়াস্থ জোনাল ওয়ার্কশপ আঙ্গিনায় ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল চার্জিং স্টেশন স্থাপন করা | | |

**কর্মপরিকল্পনাঃ** গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল)

| ক্রম | কার্যক্রম | মেয়াদকাল |
|---|---|---|
| ১ | শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড-ভোলা নর্থ গ্যাস ফিল্ড-লাহারহাট-বরিশাল গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প | ২০২৪- ২০২৮ |
| ২ | কুয়াকাটা-পায়রা-বরিশাল-গোপালগঞ্জ-ফকিরহাট-খুলনা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প | ২০২৪ - ২০২৯ |
| ৩ | লাঙ্গালবন্দ-মাওয়া এবং জাজিরা-গোপালগঞ্জ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প | ২০২৪ - ২০২৯ |
| ৪ | সাতক্ষীরা (ভোমরা)-খুলনা (আড়ংঘাটা) গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প | ২০২৪ - ২০২৮ |
| ৫ | মহেশখালী-বাখরাবাদ তৃতীয় সমান্তরাল গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প | ২০২৪ - ২০২৯ |

**অটোমেশন প্লান :** বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)

| ক্রম | উদ্যোগের নাম | স্বল্পমেয়াদী জানু'২৪ – ডিসে'২৪ | মধ্যমেয়াদী জানু'২৫ – ডিসে'৩০ | দীর্ঘমের্ঘ য়াদী জানু'৩১ – ডিসে'৪১ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | গ্যাস উৎপাদন, আমদানি, সঞ্চালন ও বিতরণ প্রান্তে সরবরাহকৃত গ্যাসের সঠিক পরিমাপ নিরূপণে অফটেক/ইনটেক/অফ-ট্রান্সমিশন পয়েন্টে মিটারিং ব্যবস্থা বাস্তবায়ন। | ✓ | ✓ | - |
| ২ | গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহ-এর আবাসিক শ্রেণির মিটারবিহীন গ্রাহকদের আঙিনায় স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার স্থাপন। | ✓ | ✓ | - |
| ৩ | গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্কের স্থাপনা ও পাইপলাইনসমূহ SCADA এবং GIS এ অন্তর্ভুক্তকরণ। | ✓ | ✓ | - |
| ৪ | পেট্রোবাংলার আওতাধীন গ্যাস বিতরণ কোম্পানির সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার Automation সম্পন্নকরণ। | - | ✓ | ✓ |
| ৫ | Clean Development Mechanism (CDM) প্রকল্পের মাধ্যমে গ্যাস লিকেজ চিহ্নিতকরণ এবং লিকেজ মেরামত কার্যক্রম। | ✓ | ✓ | - |
| ৬ | গ্যাস লিকেজ হ্রাসকরণ, Energy Transition এবং Energy Efficiency বৃদ্ধির লক্ষ্যে Carbon Abatement of the Oil and Gas Value Chain শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়ন। | - | ✓ | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৭ | ২ডি/৩ডি সাইসমিক সার্ভে কার্যক্রম পরিচালনা, নতুন কূপ খনন, কূপ ওয়ার্ক-অভারসহ বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ এবং বঙ্গোপসাগরে গভীর সমুদ্রাঞ্চল (Off-Shore) হতে গ্যাস উত্তোলনের লক্ষ্যে মডেল পিএসসি-এর আলোকে কার্যক্রম পরিচালনা। এছাড়া, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে LNG আমদানি চুক্তিসহ অন্যান্য কার্যক্রম জোরদারকরণ। | ✓ | ✓ | ✓ |
| ৮ | জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসকরণ এবং Fossil Fuel এর বিকল্প হিসেবে Clean Energy হিসেবে Hydrogen Fuel ব্যবহারের সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ। | - | ✓ | ✓ |
| ৯ | পেট্রোবাংলা এবং এর আওতাধীন ১৩টি কোম্পানির জন্য সমন্বিত ১টি EnterPrise Resource Planning (ERP) বাস্তবায়ন। | - | ✓ | ✓ |
| ১০ | তথ্যের নিরাপত্তায় Cyber Security কার্যক্রম বাস্তবায়ন। | - | ✓ | - |

**স্বল্পমেয়াদী উদ্যোগ (জানু'২০২৪ - ডিসে'২০২৫) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)**

| ক্রম | কর্মপরিকল্পনার আওতায় গৃহীত উদ্যোগের নাম |
|---|---|
| ১ | বিপিসি'র অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের স্থাপনা/প্ল্যান্টসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে আধুনিক আইপি ক্যামেরা মনিটরিংয়ের লক্ষ্যে ড্যাশবোর্ড ব্যবস্থা চালুকরণ। |
| ২ | জ্বালানি তেল আমদানি ও বিতরণ সংক্রান্ত ট্যাংক-লরী এর নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে জিপিএস ট্রাকার মনিটরিং ব্যবস্থা চালুকরণ। |
| ৩ | জ্বালানি তেল পরিবহন কাজে নিয়োজিত অয়েল ট্যাংকার মনিটরিংয়ের লক্ষ্যে গুগল ম্যাপের সঙ্গে সমন্বয় করে Automatic Identification System (AIS) ব্যবস্থা বাস্তবায়ন। |
| ৪ | ওয়েব বেইজড বিটুমিন অর্ডার এন্ড ডেলিভারি সিস্টেম বাস্তবায়ন। |
| ৫ | ইআরএল-এ স্মার্ট কোয়ান্টিফিকেশন অফ রিসিপশন এন্ড ডেলিভারি অফ পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টস ব্যবস্থা চালুকরণ। |
| ৬ | ইআরএল-এ ডেভলেপমেন্ট অফ ইলেক্ট্রনিক ডাটাবেজ এন্ড মনিটরিং সিস্টেম অফ ইআরএল ইকুইপমেন্টস বাস্তবায়ন। |
| ৭ | এলপি গ্যাস লিমিটেড-এ এলপিজি সিলিন্ডার অটোমেটিক লোডিং ও আনলোডিং ব্যবস্থা চালুকরণ। |
| ৮ | এসএওসিএল-এর ডেলিভারী ভ্যান সমূহে জিপিএস ট্রাকার মনিটরিং ব্যবস্থা চালুকরণ। |

**মধ্য মেয়াদী (জানু'২০২৬ - ডিসে'২০৩০) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)**

| ক্রম | কর্মপরিকল্পনার আওতায় গৃহীত উদ্যোগের নাম |
|---|---|
| ১ | বিপিসি'র আওতাধীন বিপণন কোম্পানিসমূহের সকল প্রধান স্থাপনাসমূহ Automation সম্পন্নকরণ। |
| ২ | সেক্টরভিত্তিক জ্বালানি তেলের ব্যবহার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রস্তুতের লক্ষ্যে ডিলার/এজেন্ট এবং গ্রাহকদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত এ্যাপসভিত্তিক ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ। |
| ৩ | জ্বালানি তেলের ভবিষ্যত চাহিদার প্রাক্কলন প্রস্তুত এবং আন্তর্জাতিক বাজার গবেষণা ও জ্বালানি তেলের সোর্সিং এবং বিকল্প জ্বালানি তেলের বাজার বিশ্লেষণের লক্ষ্যে বিপিসি ও কোম্পানির সমন্বয়ে একটি বিশেষায়িত গবেষণা সেল স্থাপন। |
| ৪ | মোবাইল ফ্যাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম এবং বিভিন্ন ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড-এর মাধ্যমে জ্বালানি তেলের বিল পরিশোধ ব্যবস্থা এবং বিলের হালনাগাদ তথ্য ও প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ ব্যবস্থা চালুকরণ। |
| ৫ | জ্বালানি তেল মজুদ, আমদানি, বিতরণ এবং সরবরাহ সংক্রান্ত রিয়েল টাইম ডাটা প্রাপ্তির লক্ষ্যে ড্যাশবোর্ড চালুকরণ। |
| ৬ | জ্বালানি তেল আমদানি ও বিপণন স্থাপনা/প্ল্যান্টসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে অটোমেটিক ফায়ার এন্ড গ্যাস ডিটেকশন সিস্টেম স্থাপন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন। |

**দীর্ঘমেয়াদী (জানু'২০৩১ - ডিসে'২০৪১)**

| ক্রম | কর্মপরিকল্পনার আওতায় গৃহীত উদ্যোগের নাম |
|---|---|
| ১ | বিপিসি'র আওতাধীন বিপণন কোম্পানিসমূহের সকল ডিপো/প্ল্যান্টসমূহ Automation সম্পন্নকরণ। |
| ২ | বিপিসি'র আওতাধীন বিপণন কোম্পানিসমূহের সকল ফিলিং স্টেশনসমূহ Automation সম্পন্নকরণ। |
| ৩ | মানসম্মত জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে প্রতিটি ডিপোতে আধুনিক মানের ল্যাবরেটরী স্থাপন এবং দক্ষ জনবল পদায়ন। |
| ৪ | জ্বালানি তেলের নিরাপত্তা সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে দেশের স্টোরেজ ক্যাপাসিটি ৯০ দিনে উন্নীতকরণ। |
| ৫ | বিপিসি এবং এর আওতাধীন ৮টি কোম্পানির জন্য সমন্বিত ১টি Enterprise Resource Planning (ERP) বাস্তবায়ন। |
| ৬ | সরকারের অগ্রাধিকার অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং বিভাগীয় শহরের AI Tools ব্যবহার সম্মলিত বিপিসি ও কোম্পানির নিজস্ব ফিলিং স্টেশন চালুকরণ। |

**অটোমেশন প্লান:** বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এর ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

| ক্রম | প্রকল্প | উদ্দেশ্য | বাস্তবায়নকাল |
|---|---|---|---|
| ০১ | ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২ | দেশের একমাত্র তেল শোধনাগার ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল) ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় যার প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা ১৫.০০ লক্ষ মেট্রিক টন। বর্তমানেও এ প্রতিষ্ঠানের প্রক্রিয়াকরণ অব্যাহত আছে। দেশে জ্বালানি তেলের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিশোধিত জ্বালানি আমদানি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি নির্ভরতা কমানো এবং দেশে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল প্রক্রিয়াকরণ করে তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী মূল্যে পরিশোধিত জ্বালানি তেল উৎপাদনের জন্য ইআরএল ইউনিট-২ নামে একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ইআরএল ইউনিট-২ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে রিফাইনারীর বার্ষিক প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হবে। | জুলাই’২৩-জুন’২৭ (প্রস্তাবিত জুলাই’২৩-জুন’২৮) |
| ০২ | অটোমেশন অব অয়েল ডিপো ইনক্লুডিং সেফটি এন্ড সিকিউরিটি। | দেশের সকল ডিপো অটোমেশনের আওতায় এনে জ্বালানি তেলের অপারেশন কার্যক্রম পরিচালনা করা। | জুলাই’২৩-জুন’২৭ |
| ০৩ | সিলেকশন অফ কনসালটিং ফার্ম ফর কনডাকটিং ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর সেটিং আপ এ নিউ পেট্রোলিয়াম রিফাইনারী এন্ড পেট্রোক্যামিক্যাল কমপ্লেক্স ইনক্লুডিং এসপিএম এ্যাট পায়রা পোর্ট এরিয়া, পটুয়াখালী, বাংলাদেশ। | দেশে জ্বালানি তেলের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিশোধিত জ্বালানি আমদানি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি নির্ভরতা কমানো এবং দেশে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল প্রক্রিয়াকরণ করে তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী মূল্যে পরিশোধিত জ্বালানি তেল উৎপাদনের জন্য পায়রা বন্দরে কম্পোজিট পেট্রোলিয়াম রিফাইনারী নামে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় পেট্রোলিয়াম পণ্যের পাশাপাশি সরকার পেট্রোক্যামিক্যাল পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করে বাজার নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে। | জুলাই’২৪-জুন’২৬ |
| ০৪ | কক্সবাজার জেলার মহেশখালী-মাতারবাড়ী এলাকায় বিপিসি কর্তৃক এলপিজি টার্মিনাল স্থাপন সংক্রান্ত। | কক্সবাজার জেলার মহেশখালী-মাতারবাড়ী এলাকায় বিপিসি কর্তৃক বৃহৎ এলপিজি টার্মিনাল নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এটি হবে রেফ্রিজারেটেড মাদার টার্মিনাল। এ টার্মিনাল থেকে বিভিন্ন এলপিজি কোম্পানির নিকট বাল্ক আকারে এলপি গ্যাস বিক্রয় করা হবে। প্রস্তাবিত এলপিজি টার্মিনালের অপারেশন ক্ষমতা হবে বার্ষিক প্রায় ১০-১২ লক্ষ মেট্রিক টন। | জুলাই’২৪-জুন’২৬ |

**কর্ম-পরিকল্পনা** : পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড

১। চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনায় প্রতিটি ১০,০০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ২ টি ডিজেল স্টোরেজ ট্যাংক, ৬০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতা ১টি জেট এ-১ এবং ৪৫০০ মেট্রিক টনের ১টি অকটেন স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ;
২। বরিশাল বার্জ ডিপোর পরিবর্তে একটি স্থায়ী রিভারাইন ডিপো নির্মাণ।
৩। প্রধান স্থাপনা ও ডিপোসমূহে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সিসি টিভি স্থাপনসহ কোম্পানির বিভিন্ন নির্মাণ কাজ নিজস্ব অর্থায়নে শুরু করা হয়েছে।
৪। কক্সবাজার এয়ারপোর্ট ডিপোর অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনা;

**কর্ম-পরিকল্পনা:** মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড

০১. প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে ৩০০০ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি পিওএল স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ।

০২. ফতুল্লা ডিপো, নারায়ণগঞ্জে ১০০০ কিঃলিঃ তেল ধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট ১ টি ট্যাংক নির্মাণ।

০৩. ঝালকাঠি ডিপোতে আরসিসি পেভমেন্ট নির্মাণসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।

০৪. ঝালকাঠি ডিপোতে ১০০০ কিঃলিঃ ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্যাংক নির্মাণ কাজ।

০৫. মোগলাবাজার ডিপোতে ২০০০০০ লিঃ ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন আন্ডার গ্রাউন্ড ট্যাংক নির্মাণ কাজ।

০৬. শ্রীমঙ্গল ডিপোতে ২০০০০০ লিঃ ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন সেমি আন্ডার গ্রাউন্ড ট্যাংক নির্মাণ কাজ।

০৭. পার্বতীপুর ডিপোতে ২০০০০০ লিঃ ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন আন্ডার গ্রাউন্ড ট্যাংক নির্মাণ কাজ।

**কর্ম-পরিকল্পনা:** যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড

- প্রধান স্থাপনায় মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ১২০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি, ১০০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি এবং ৬৫০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ২টিসহ সর্বমোট ৪টি স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ।
- প্রধান স্থাপনায় মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৫,০০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতার একটি ফার্নেস অয়েল স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ।
- প্রধান স্থাপনার ক্যাবল রিনোভেশন কাজ।

**কর্ম-পরিকল্পনা:** ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড

আমদানিকৃত জ্বালানি তেল মাদার ট্যাংকার থেকে দ্রুত, নিরাপদ, ব্যয় সাশ্রয়ী, সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্নভাবে খালাসের জন্য কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত মহেশখালির নিকটে বঙ্গোপসাগরে “ইন্সটলেশন অব সিংগেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন” প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন আছে। এছাড়া বর্তমান রিফাইনারীর পরিশোধন ক্ষমতা বাৎসরিক ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করার লক্ষ্যে ‘ইআরএল ইউনিট-২’ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উভয় প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম স্বল্পতম সময়ের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া “ডিজাইন, সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব কাস্টুডি ট্রান্সফার ফ্লো-মিটার উইথ সুপারভাইজরি কন্ট্রোল এ্যাট ইআরএল ট্যাংক ফার্ম” প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ম্যানুয়েল পদ্ধতির পরিবর্তে সর্বাধুনিক অটোমেটিক পদ্ধতিতে কাস্টুডি ট্রান্সফার করা সম্ভব হবে।

দেশে ক্রমবর্ধমান পেট্রোলিয়াম পণ্যের চাহিদাপূরণ ও নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উৎপাদন বৃদ্ধি, কারখানা ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সুন্দর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত রাখতে সর্বোপরি প্ল্যান্টের সংবেদনশীল যন্ত্রপাতির

স্থায়িত্ব বৃদ্ধি, কোম্পানির দক্ষ জনবল সৃষ্টি, সাংগঠনিক কাঠামো দৃঢ়করণ এবং ইআরএল এর সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে।

১) টপিং ইউনিটের ফার্নেস এফ-১১০১ এ/বি প্রতিস্থাপন।
২) ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন।
৩) এপিআই সেপারেটর আধুনিকীকরণ।
৪) পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (পিএমআই) বাস্তবায়ন।
৫) ফায়ার এন্ড গ্যাস ডিটেকশন সিস্টেম স্থাপন।
৬) এবিপি ফার্নেস ১০-এফ-০১ এর টিউব কয়েল ও রিফ্র্যাকটরি পরিবর্তন।
৭) কলাম সি-১২০১ ও সি-১২০২ পরিবর্তন।
৮) বিটুমিন প্রসেস প্ল্যান্টের এমসিসি প্যানেল প্রতিস্থাপন।
৯) এবিপি ড্রাম প্ল্যান্টের ড্রাম ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট প্রতিস্থাপন।
১০) বাল্ক বিটুমিন লোডিং ইউনিটের স্বয়ংক্রিয় লোডিং আর্ম স্থাপন।
১১) এসপিএম এর মাধ্যমে আমদানিকৃত ডিজেল সরাসরি মার্কেটিং কোম্পানিতে সরবরাহের লক্ষ্যে ইআরএল এ এইচএসডি কাস্টুডি ফ্লো-মিটার স্থাপন।

**কর্ম-পরিকল্পনা:** এলপি গ্যাস লিমিটেড

দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের সীমাবদ্ধতা থাকায় গৃহস্থালি রান্নার জ্বালানি হিসেবে লাইন গ্যাসের সংযোগ বন্ধ রাখা হয়েছে। বোতলজাত এলপিজি সারাদেশের ভোক্তাগণের নিকট সুলভ মূল্যে ও সহজে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ভবিষ্যতে কক্সবাজারের মহেশখালি এলাকায় বার্ষিক ১০.০০(দশ) লক্ষ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার একটি এলপিজি মাদার টার্মিনাল নির্মানের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই (Fisibility Study) কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ লক্ষ্যে উক্ত এলাকায় ৫০ একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া বহুতল ভবনসহ বাণিজ্যিক, শিল্প ও আবাসিক ব্যবহারকারীদের জন্য বোতলজাত ও বাল্ক এলপিজি সরবরাহের লক্ষ্যে সারাদেশে এলপিজি সরবরাহ ও বাজারজাত নেটওয়ার্ক তৈরীর জন্য কোম্পানির পরিকল্পনা রয়েছে।

**কর্ম-পরিকল্পনা**: স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড

ক) ফায়ার ওয়াটার ট্যাংক নির্মাণ:

কোম্পানীর নতুন নতুন স্থাপনা নির্মাণ, নতুন ট্যাংক নির্মাণ কাজ আরম্ভ হওয়ায় Fire system protection rules অনুযায়ী Fire water capacity বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। তাই ১,00,000 লিটার ক্যাপাসিটির ফায়ার ওয়াটার ট্যাংক নির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

খ) জেটি পাইপ লাইনের পুনঃ সংস্কার ও প্রতিস্থাপন:

দীর্ঘদিনের পুরাতন জেটি এলাকার সম্পূর্ণ পাইপলাইন (ডিজেল, লুব, ফার্নেস অয়েল) লোনা আবহাওয়ার কারণে মরিচা ধরায় ম্যাটেরিয়াল ক্ষয়জনিত কারণে প্রতিস্থাপন করা জরুরি হয়ে পড়ায় আনুমানিক 700 মিটার নতুন এমএস পাইপ প্রতিস্থাপন করা হবে। বর্তমানে স্থাপিত পাইপ লাইনের মাধ্যমে জেটি থেকে তৈল খালাস করে ট্যাংকে মজুদ রাখা হচ্ছে।

গ) ব্রেক ফ্লুইড এবং রেডিয়েটর কুল্যান্ট প্ল্যান্ট স্থাপন:

এ কোম্পানির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় একটি রেডিয়েটর কুল্যান্ট প্ল্যান্ট স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে যার বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা আনুমানিক ১০০০ মেট্রিক টন এবং একটি ব্রেক ফ্লুইড প্ল্যান্ট স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে যার বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা আনুমানিক ৫০০ মেট্রিক টন।

ঘ) প্রধান স্থাপনায় নতুন ডেলিভারী পাইপলাইন স্থাপন, ট্যাংক ও পাইপলাইন রংকরণ এবং ওয়্যারহাউজ সংস্কারসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।

ঙ) জ্বালানি তেলের চাহিদা অনযায়ী মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

চ) প্রধান স্থাপনায় জ্বালানি তেল গ্রহণ ও সরবরাহ কার্যক্রম, বিক্রয় ও হিসাব কার্যক্রম অটোমশেনের আওতায় আনয়ন।

ছ) প্রধান স্থাপনা ও ডিপোসমূহে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সিসি টিভি স্থাপনসহ কোম্পানির বিভিন্ন নির্মাণ কাজ নিজস্ব অর্থায়নে সম্পন্ন করা হবে।

**কর্ম-পরিকল্পনা:** বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট

বিপিআইকে একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান জনবল কাঠামোর উৎকর্ষ সাধন ও যুগপোযোগী যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিতকরণের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়িত হলে গবেষণা ও উন্নয়ন, শিক্ষামূলক সমীক্ষা পরিচালনা এবং প্রযুক্তি ত্বরান্বিতকরণ হবে। বিপিআই এর সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। পরিকল্পনাসমূহ নিম্নরূপ:

- ‘বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট এর নতুন ভবন নির্মাণ ও প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি, সফটওয়্যার (Training Related Equipments Software ) ও আসবাবপত্র সংগ্রহ’ শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ এবং বর্তমান জনবল কাঠামোকে পুনর্গঠন করা।
- বিপিআই কে একটি গতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে এর জনবল কাঠামো সংস্কার ও অর্গানোগ্রাম পুনর্গঠনের জন্য বিপিআই কার্যক্রম গ্রহণ ।
- বিপিআই-কে সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্বের বিখ্যাত সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে যৌথভাবে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা।
- দেশের অভ্যন্তরে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা।
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতের উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ।

**কর্ম-পরিকল্পনা:** হাইড্রোকার্বন ইউনিট

- Impact of salinity on natural gas pipeline and black powder issue in GTCL operated pipelines বিষয়ে গবেষণা করা।
- AC interference on pipeline বিষয়ে গবেষণা করা।
- জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতে দেশব্যাপী স্ট্র্যাটেজিক স্টোরেজ ক্যাপাসিটি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও আপদকালীন মজুদের ব্যবপস্থাপনা সংক্রান্ত গবেষণা করা।
- স্মার্ট বাংলাদেশ বিনিমার্ণে জ্বালানি খাতে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী উদ্যোগের সম্ভাব্য ক্ষেত্র ও সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত গবেষণা করা।

**কর্ম-পরিকল্পনা:** বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

১) সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কোডস এবং স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করা;

২) লাইসেন্সীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি করা;

৩) জ্বালানি খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করা;

৪) সকল লাইসেন্সীর জন্য অভিন্ন হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তন করা;

৫) এনার্জি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পর্যালোচনা এবং প্রচার করা;

৬) কমিশনের সালিশ মীমাংসা কার্যক্রম গতিশীল ও অব্যাহত রাখা;

৭) আইন অনুযায়ী বিদ্যুৎ, গ্যাস, পেট্রোলিয়ামজাত জ্বালানি ও এলপিজি'র ট্যারিফ নির্ধারণ অব্যাহত রাখা;

৮) Performance Management system চালু করা;

৯) এনার্জি অডিটের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কোডস্ ও ম্যানুয়েল প্রণয়ন করা;

১০) জ্বালানি খাতে আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির (চৎবঢ়ধরফ সবঃবৎ, উঠঈ সবঃবৎ ইত্যাদি) ব্যবহার নিশ্চিত করা;

১১) আগারগাঁওস্থ শেরে-ই-বাংলানগরে কমিশনের নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ করা;

১২) কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য পেনশন স্কীম প্রবর্তন করা;

১৩) কমিশনের জনবল কাঠামো বৃদ্ধি করা;

১৪) কমিশনের নিজস্ব টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন এবং এনার্জি খাতে ব্যবহৃত বিভিন্ন Tools এবং Equipments এর Standardization নির্ধারণে উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি।

১৫) রেগুলেটরী কাজে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রেগুলেটরী সংস্থাসমূহের সাথে নিবিঢ়ভাবে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা এবং সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করা;

১৬) কমিশনের কার্যক্রম ডিজিটালাইজ করা;

১৭) ই-লাইসেন্সীং বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি পেপারলেস অফিস তৈরি করা;

১৮) কমিশনের কার্যক্রমে সৃজনশীলতার প্রয়োগ বৃদ্ধি করা ইত্যাদি;

১৯) কমশিনে ওয়ানস্টপ র্সাভসি চালু করার বষিয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ছে।

**কর্ম-পরিকল্পনা:** খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)

(ক) প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন : ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল রূপান্তরের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসাবে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো'র সকল নাগরিক সেবাকে (অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ও কোয়ারি ইজারা) E-Licence and lease Management system সফটওয়্যার প্রণয়ন করে অনলাইন/ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তর করা হয়েছে। ভবিষ্যতে উক্ত সফটওয়্যারে স্মার্ট প্রযুক্তি সংযোজন করে আরও যুগোপযোগী ও নাগরিকবান্ধব করার লক্ষ্যে মডিফিকেশন/আপগ্রেডেশনের পরিকল্পনা রয়েছে।

**কর্ম-পরিকল্পনা:** বিস্ফোরক পরিদপ্তর

১। বিস্ফোরক পরিদপ্তরের অনুমোদিত জনবল ৬৯ হতে ১০৪ তে বৃদ্ধি করা হয়েছে। নতুন সৃষ্ট পদগুলো নিয়োগ বিধিমালাতে অন্তর্ভূক্ত করে নিয়োগ বিধিমালা জারি হয়েছে। জারিকৃত নিয়োগ বিধিমালা অনুসারে দ্রুত জনবল নিয়োগ করার মাধ্যমে বিপজ্জনক পদার্থ সংক্রান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পরিদর্শন কার্যক্রম বৃদ্ধি এবং তৈল ও গ্যাস সেক্টরসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের দ্রুত সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ।

২। ল্যাবরেটরীতে নতুন সরঞ্জাম স্থাপন করত: আধুনিকায়নকরণ।

৩। আইটি লোকবল নিয়োগের মাধ্যমে ই-গভর্নেন্স সিস্টেম কার্যকরকরণ।

**উপসংহারঃ**

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য পূরণে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সুফল গ্রহণের মাধ্যমে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই। এ বিবেচনায় ২০৪১ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা অর্থাৎ ২০৪১ সাল পর্যন্ত সময়ে কীভাবে বাংলাদেশ উন্নত হবে তার অন্যতম প্রধান সূচক জ্বালানির যোগান দেয়া, এর একটা কাঠামো পরিকল্পনা এ বিভাগ ইতোমধ্যে প্রণয়ন করেছে, যা জনগণের জন্য অন্যতম আর্শীবাদ বয়ে আনবে। ডিজিটাল বাংলাদেশের পর স্মার্ট বাংলাদেশের পরিকল্পনা এ শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সরকারের একটি সিদ্ধান্ত। দেশের উন্নতি ও অগ্রযাত্রা ধরে রাখতে হলে দেশকে উন্নত বিশ্বের কাতারে নিয়ে যেতে হবে। তাই ব্যবসা-বানিজ্য, আন্তর্জাতিক লেনদেন এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় নিজেদের নিয়ে যেতে হবে। আমাদের দেশও প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। এরপরও এখন দেশ যে শতভাগ প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে গেছে, এমন দাবি করার সময় এখনো আসেনি। সেই বিবেচনায় প্রধানমন্ত্রী সঠিক সময়ে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এ উদ্যোগকে সফলভাবে এগিয়ে নিতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের স্মার্ট বাংলাদেশ কর্মপরিকল্পন গ্রহণ করা হয়েছে।